দৈনিক সংবাদ

JUN 11 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ঘটনাস্থল মানিকগঞ্জ

সাইনবোর্ড সর্বস্ব কলেজের নামে সরকারি অনুদান বরাদ্দের অভিযোগ

কল্যাণ সাহা মানিকগঞ্জ থেকে : প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের এক কর্মকর্তা প্রভাব খাটিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বড়ুতি গ্রামে একটি সইনবোর্ড সর্বস্ব কলেজের অনুকূলে সরকারি অনুমোদন এবং এমপিওভুক্ত করিয়েছেন। ওই প্রতিষ্ঠানের নামে সরকারি অনুদান বরাদ্দেরও অভিযোগ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের ট্রান্সপোর্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট রাকিব আহমেদ তার নিজের নামে কলেজের নামকরণ করেছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকারদলীয় সাংসদ শামসুল ইসলাম খানসহ এলাকাবাসী এর প্রতিকার দাবি করে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়সহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন।

১৯৯৪ সালে বড়ুতি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু টাকা-পয়সার অভাবে কয়েক বছর পর তা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে রাকিব আহমেদ নতুন করে কলেজের কার্যক্রম শুরু করার উদ্যোগ নেন। ১৯৯৯ সালের ৮ই জানুয়ারি মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজের পরিচালনা কমিটির এক সভায় কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাকিব আহমেদ কলেজ রাখা হয়। এরপরই রাকিব আহমেদ ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে জালিয়াতির মাধ্যমে সরকরি অনুমোদন লাভের অপচেষ্টা চালাতে থাকেন।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী একটি কলেজের অনুকূলে সরকারি অনুমোদন এবং এমপিওভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের ৩ একর জমি, ৩শ' ছাত্রছাত্রী, পরিচালনা কমিটি, ১ লাখ ২০ হাজার টাকা বার্ষিক আয় এবং ওই কলেজ থেকে পাশের কলেজের দূরত্ব ১০ মাইল হতে হবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠাতা, দাতা বা মনোনীত ব্যক্তির নামে কলেজের নামকরণ বা নাম পরিবর্তন করতে হলে ওই কলেজের অনুকূলে ১৫ লাখ টাকা নগদ প্রদান করতে হয়; কিন্তু রাকিব আহমেদ কলেজের ক্ষেত্রে এসব নিয়মনীতির কোনটাই পূরণ করা হয়নি। এরপরও কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর খন্দকার আবদুল হান্নান ২০০১ সালের ১৭ই অক্টোবর এক পত্রে (স্মারক নম্বর ১৮৫/ক/প্রজ্ঞা/২০০১-২০০২/২০০০) সাইনবোর্ড সর্বস্ব রাকিব আহমেদ কলেজকে একাদশ শ্রেণী খোলার প্রাথমিক অনুমতি প্রদান করেন। মাত্র ২ মাস পর ওই কর্মকর্তা ২০শে জানুয়ারি এক পত্রে কলেজটিকে ১৭টি বিষয় খোলার জন্য অস্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান করেন।

কলেজ পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি মোসলেম উদ্দিন খানসহ স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করেন, রাকিব আহমেদের কাছে কলেজের দায়িত্ব দেওয়ার পরপরই শিক্ষক ও কর্মচারী পদে চাকরি দেওয়ার নাম করে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেন। এছাড়া সরকারি প্রভাব খাটিয়ে অস্তিত্ববিহীন কলেজটির নামে সরকারি অনুদান বরাদ্দের ব্যবস্থা করে তা আত্মসাতের চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি স্থানীয় লোকজন বাদ দিয়ে স্ত্রী, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজন নিয়ে গভর্নিং বডি গঠন করেন।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, কলেজটির অনুকূলে স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য রাকিব আহমেদ নানা জালিয়াতির আশ্রয় নেন। এসব জালিয়াতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মনিকগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার নাজমুন নাহার সরজমিন তদন্ত করেন। জেলা প্রশাসকের কাছে দেয়া ওই কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, কলেজের বিরুদ্ধে আনীত অধিকাংশ অভিযোগই সত্য। এছাড়া ওই প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, কলেজের অস্তিত্ব না থাকলেও কলেজ উন্নয়নের নামে ৫৫ লাখ ৪৮ হাজার টাকা এবং ২০ টন গম বরাদ্দ করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে বাতিল করা হয়।

সম্প্রতি সরজমিন বড়ুতি গিয়ে কলেজ বন্ধ পাওয়া যায়। কলেজসংলগ্ন বড়ুতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওয়াহিদ বিশ্বাসসহ স্থানীয় লোকজন জানান, শুরু থেকে কলেজটি বন্ধ রয়েছে। কলেজে কোন ছাত্রছাত্রীও নেই। মাঝেমধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ এবং দু'একজন শিক্ষক এসে কলেজটি খোলেন। তবে বড়ুতি গ্রামের বসিন্দা এবং কলেজের ক্যাটালগার আবদুল করিম জানালেন, কলেজে এখন ৯ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তিনি আরও জানান, কলেজটি সম্প্রতি এমপিওভুক্ত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সংসদ সদস্য শামসুল ইসলাম খান বলেন, 'আমার নির্বাচনী এলাকায় রাকিব আহমেদ কলেজ নামে কোন কলেজের অস্তিত্ব নেই। আমি জানতে পেরেছি, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় আবদুর রাজ্জাকের জামাতা রাকিব আহমেদ ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে আমার সই ছাড়া জালিয়াতির মাধ্যমে সাইনবোর্ড সর্বস্ব একটি কলেজের নামে সরকারি অনুমোদন নিয়েছে।

তবে রাকিব আহমেদ এসব অভিযোগের কথা অস্বীকার করে বলেন, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কলেজের কার্যক্রম এগুচ্ছে।